12

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 12 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ৩ ...

ক্যাম্পাসে 'বহিরাগত' খুন

গত বৃহস্পতিবার বিভিন্ন পত্রিকায় মধুর কেন্টিনে প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যের মিষ্টিমুখ-এর সচিত্র সংবাদটি পড়ে আমরা কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম। প্রত্যয় জেগেছিল যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আপাতত শান্তি ফিরে এসেছে। বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলো পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে সুস্থ রাজনীতি চর্চা করবে। ছাত্রছাত্রীরাও লেখাপড়ার সুষ্ঠু ও সুস্থ পরিবেশ ফিরে পাবে। কিন্তু বৃহস্পতিবার ভোর রাতেই ক্যাম্পাসে ইমাম হোসেন তনাই নামে 'বহিরাগত' এক ছাত্রলীগ কর্মী খুন হয়। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র না হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপের নেতা ছিল এবং প্রতিপক্ষ গ্রুপের সন্ত্রাসীদের হাতেই তাকে জীবন দিতে হয় বলে পত্র-পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের 'বহুজাতিক গ্রুপের' ১১ জনকে আসামি করে রমনা থানায় একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে।

আমাদের দেশে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও কলহ নতুন কোন ঘটনা নয়। পাকিস্তান আমলে আদর্শগত কারণে ছাত্র ইউনিয়ন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতার পর ছাত্রলীগও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং রাষ্ট্রীয় চার আদর্শের নামে ভাগ হয়ে যায়। কিন্তু কোন সংগঠনে নীতি-আদর্শের বদলে যদি ব্যক্তিগত আধিপত্য বিস্তারের হীন উদ্দেশ্যে সেই বিভক্তি আসে তার পরিণতি হয় ভয়াবহ। এ প্রসঙ্গে আমরা ১৯৭৪ সালে মহসিন হলে ৭ খুনের ঘটনা কিংবা জিয়া-এরশাদের আমলে ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বহু তরুণ তাজা প্রাণ ঝরে পড়ার ঘটনা উল্লেখ করতে পারি। সামরিক শাসকরা নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে এ ধরনের বিরোধ ও অন্তর্কলহ জিইয়ে রাখে। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকারের আমলেও ছাত্র সংগঠনগুলো ক্ষমতাসীন কিংবা বিরোধীদলের বিবদমান রাজনীতির হাতিয়ার হবে সেটি কোনভাবেই কাম্য নয়। কয়েক মাস আগে বঙ্গবন্ধু হলে ছাত্রদলের একজন প্রভাবশালী নেতা খুন হয়। সেটিও ভিন্ন কোন ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীদের হাতে নয়। 'ছাত্রদলেরই আরেকটি গ্রুপের কর্মীদের হাতে। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে এ ধরনের আত্মঘাতী লড়াই ও রক্তপাত কত দিন চলবে।

পত্রিকার খবর অনুযায়ী ছাত্রলীগে বর্তমানে যে বিভিন্ন ক্যাডার গ্রুপ আছে তার একটির কর্মী ছিল ইমাম হোসেন তনাই। ক্লাস টু পর্যন্ত পড়া তনাই ক্যাডার রাজনীতির জোরে মহানগর (উত্তর) শাখা ছাত্রলীগের সহকারী পাঠাগার সম্পাদকও হয়েছিল। কিছুদিন আগ পর্যন্ত তনাই বহুজাতিক গ্রুপে সক্রিয় ছিল। জগন্নাথ হলে সন্ত্রাসী ঘটনার পর সংগঠন থেকে তাকেও বহিষ্কার করা হয় বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। পরে তনাই গ্রুপ বদল করে মাদারিপুর-শরিয়তপুর গ্রুপে যোগ দেয়। ক্যাডার রাজনীতিতে এই আনুগত্য বদলই তার কাল হয়ে দাঁড়ায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। প্রতিটি হলের প্রবেশপথে বিশেষ পুলিশ দল মোতায়েন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দেয়া হয়না। তা সত্ত্বেও ইমাম হোসেন তনাই নামে এই বহিরাগত ও বহিষ্কৃত ব্যক্তি বছরের পর বছর হলে অবস্থান করেছে কিভাবে? তার সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি কিছুই জানতো না? এ ব্যাপারে হল প্রাধ্যক্ষ অনবহিত থাকার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাও গ্রহণযোগ্য নয়। ক্যাম্পাসে এরকম আরো বহু বহিরাগত ক্যাডার যে নেই তাই বা বলি কি করে? বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো এখনও উত্তরপাড়া ও দক্ষিণপাড়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয় কেন? অর্থাৎ উত্তর পাড়া এক গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে আর দক্ষিণ পাড়া অন্য গ্রুপের। তাহলে পুলিশ মোতায়েন, পরিচয়পত্র পরীক্ষা সবকিছুই কি প্রহসনে পরিণত হয় না? বঙ্গবন্ধু হলে ছাত্রদল নেতা হত্যার আসামিদের গ্রেফতার প্রসঙ্গে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, অপরাধীদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। আমরা আর কোন মায়ের বুক খালি হোক তা চাই না। আমরাও প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বলতে চাই, তনাই হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক; শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। তারচেয়েও জরুরি হলো, যে রাজনীতি তনাইদের তৈরি করে এবং মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় সেই ফ্র্যাংকেনস্টাইন রাজনীতিটাই চিরতরে বন্ধ করা হোক।